আমার মৃত জাতি

আমার নাম ডাঃ আফিয়া । আমি তিনজন সন্তানসহ ম্যাসাচুসেটসের(আমেরিকা) প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা শেষ করেছিলাম ।আমি আমার এই লক্ষ্য খুশি ছিলাম যে আমার উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে আমি আমার জাতিকে সাহায্য করতে পারবো।

আমাকে আমার নিজের ভাইয়েরা আমার নিজের দেশ থেকে অপহরন করেছিল এবং আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। আমি বার বার পাশবিক নির্যাতন, ধর্ষন এবং নির্যাতিত হয়েছিলাম। আমাকে নাম দেয়া হয়েছিল বন্দী ৬৫০।মুসলিম দেশ আফগানিস্তানের বন্দীত্বের বছরগুলোতে আমি প্রত্যেক সেকেন্ড মুহাম্মদ বিন কাসিমের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম।

আমি পৃথিবীর ৫ ভাগের ১ ভাগ মুসলিম জনগনের বোন। আমার জাতি ঐতিহাসিকভাবে শুরু থেকেই তাঁর নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করার জন্য বিখ্যাত ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেণ, যদি একটি কুকুরও আরাফাতের নদীর মধ্যে মারা যায়, বিচার দিবসের দিনে ওমরকে এর জন্য জবাবদিহী করতে হবে।

এই মূহুর্তে আমি আমার নিজের মতো করে হাঁটতে পারি না, একটি কিডনী অপসারিত করা হয়েছিল, বুলেট আমার বক্ষের মধ্যে আঘাত করেছে, মেডিকেল এবং অন্যান্য বৈধ সাহায্য অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, আমি নিশ্চিত ছিলাম না আমি বাঁচবো কি বাঁচবো না।

আমি বোনের মর্যাদা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পছন্দ করবো। আমি গর্বিত মুসলিম হিসেবে, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামের অনুসারী হিসেবে, হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলীর কন্যা হিসেবে এবং তাদের সাথী ও সত্য অনুসারী হিসেবে।আমি তোমাদের বোন হতে চাই না। তারা আমার রক্ষাকর্তা এবং আমি আল্লাহর সাহায্য চাই , তোমাদের সাহায্য চাই না।

আমি সেই পাকিস্তানী হতে চাই না যাদের ৬ লক্ষ সেনাবাহিনী এবং স্পেশাল ফোর্স থাকার পরও আমাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা শপথ নিয়েছিল আমাকে রক্ষা করবে কিন্তু প্রত্যাখান করেছে যখন আমি তাদের কাছ থেকে সাহায্য খুঁজেছিলাম।

আমার তথাকথিত মুসলিম উম্মাহ যাদের আছে লক্ষ লক্ষ সৈন্যবাহিনী, বন্দুক, ট্যাংক, অটোমেটিক অস্ত্র,যুদ্ধ বিমান,সাবমেরিন থাকা সত্বেও আমাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

উদ্বিগ্ন হয়ো না বিচার দিবসের দিনে ইসলামের ভাই হিসেবে তোমরা কোনো উত্তর দিতে পারবে না। তোমরা আরব, পাকিস্তানি, পার্সিয়ান, ফিলিস্তিনী, আফ্রিকান, মালয়শিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান, দক্ষিন এশিয়ান কিন্তু মুসলিম নও।
আমি দুঃখিত যদি আমি তোমাদেরকে আঘাত দিয়ে থাকি কিন্তু তোমরা কল্পনা করতে পারবে না আমি কিভাবে আঘাত পেয়েছিলাম।

পরিবেশনায়
মুহাম্মদ বিন কাসিম মিডিয়া